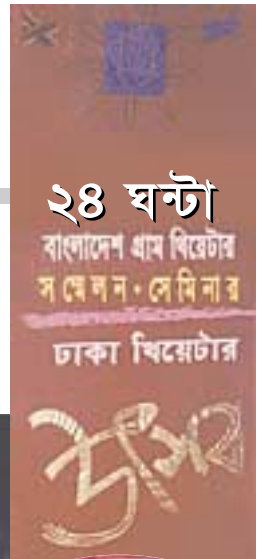

ঢাকা থিয়েটার উৎসব

বাংলাদেশের অন্যতম নাট্যদল 'ঢাকা থিয়েটার'। ঢাকা থিয়েটারের সমস্ত প্রযোজনাই নান্দনিকতায় পূর্ণ। আর এই নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যের একমাত্র কারণ তাদের প্রতিটি নাটকেই বাঙালির শেকড়ের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু শেকড়ের সন্ধানই নয়, সেই শেকড়কে অত্যন্ত আধুনিকতায় উপস্থাপন করছে ঢাকা থিয়েটার। এবং এটাই ঢাকা থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্যতা। ঢাকা থিয়েটার অন্যতম নাট্যদল যারা মৌলিক অর্থাৎ দেশজ নাটক মঞ্চায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ... লিখেছেন **রুহুল তাপস** ও **ফেরদৌস যাত্রী**
ছবি : **ডেভিড বারিকদার** ও **এন্ড্রু বিরাজ**

২০ মার্চ বিকাল ৫.০০ : সূর্যের প্রখরতা কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার সম্মেলন, সেমিনার ও ঢাকা থিয়েটারের উৎসবের উদ্দেশ্য ইস্কাটন থেকে বেইলী রোডের দিকে যাত্রা শুরু। বেইলী রোডে ঢুকতেই চোখে পড়ল অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকের চিত্রটা ভিন্ন। বুঝতে দেরি হলো না এসএসসি পরীক্ষার কারণে স্কুল বন্ধ তাই জ্যাম নেই। রিকশা গিয়ে থামল মহিলা সমিতিতে। নেমে চারদিক চোখ বুলাতে চোখে পড়ল সবে নাট্যপ্রেমিকেরা দু' একজন করে আসছেন। কেউ কেউ চায়ের খুপড়িতে দাঁড়িয়ে বিকালের চায়ের তৃষ্ণাটা মেটাচ্ছে। দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত ঢাকা থিয়েটারের সদস্যরা। মহিলা সমিতির বারান্দায় টেবিল চেয়ারে বসে আছেন দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তারা আগত নাট্যপ্রেমিকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

সন্ধ্যা ৬.০০ : মহিলা সমিতির নাট্যমঞ্চে চলছে রিহার্সেল। আজ দেখানো হবে সেলিম আল দীন রচিত ও নাসির উদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় নাটক 'বনপাংশুল'। নাটকের রিহার্সেলে ব্যস্ত শিল্পীরা। শিল্পীদের তুলনায় নাসির উদ্দীন ইউসুফের ব্যস্ততা আরো বেশি। তিনি একবার রিহার্সেলের ভুল সংশোধন করে দিচ্ছেন। আবার দৌড়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। এর মধ্যে বাইরে এসে চোখে পড়ল কাউন্টারে ভীষণ ভিড়। চলছে চেঁচামেচি। এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো নাটকের টিকিট না পেয়ে দর্শকের এমন চেঁচামেচি। কথা হলো টিকিটের দায়িত্বে নিয়োজিত সাইফ মাহমুদের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'বনপাংশুল' নাটকের টিকিট চারদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য নাটকের অবস্থাও একই। টিকিট না পেয়ে অনেক দর্শকই ফিরে যাচ্ছেন হতাশ মনে। আবার এদের মধ্যে অনেকেই বলে ফেললেন, 'এতো বড় উৎসব পাবলিক

ঢাকা থিয়েটার উৎসবের একটি নাটকের দৃশ্য

লাইব্রেরিতে আয়োজন করা উচিত ছিল। তাহলে সবাই দেখতে পেত।' এর মধ্যে বেজে উঠল অডিটরিয়ামে প্রবেশের বেল। দর্শক সারিবদ্ধ হয়ে ঢুকছেন অডিটরিয়ামে।

৭.০০ : অনেক দর্শকই এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। তারা আশায় দাঁড়িয়ে আছেন। শেষ বেলাতেও টিকিট পাওয়া যেতে পারে ভেবে। অন্যদিকে মহিলা সমিতির সিঁড়িতে বসা আর সামনে দাঁড়ানো জটলা বেঁধে আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে। ভারতীয় অতিথিদের নিয়ে যেতে এসেছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। তিনি তাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। গ্রিন রুমে বনপাংশুলের শিল্পীদের মেকআপের ব্যস্ততা চলছে। নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, তাও ফ্লাশ ছাড়া। গ্রিন রুমে ঢুকতেই দেখা গেল শহীদুজ্জামান সেলিম এবং পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বনপাংশুল নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করছেন অভিনয়ের ঢংয়ে। ওদিকে মেয়েরা আয়নার সামনে সাজে ব্যস্ত। রোজী আরেফিন নিজের হাতে হাল্কা পাফ করে নিচ্ছেন মুখমন্ডলে। বেশ হট্টগোল মেকআপ রুমে। নাটক শুরু হতে আর মাত্র ২০ মিনিট বাকি। এরই মধ্যে মঞ্চে দেখা গেল সমস্ত কলাকুশলী যার যার নিজের ব্লকিং ও সংলাপ মহড়া দিচ্ছেন। দোতলায় আলোর লোকজন আলোর প্রক্ষেপণ নিয়ে মহা ব্যস্ত।

দেখা গেল কলকাতা থেকে আগত নান্দীপট দল-এর নাট্যকর্মীদের। সঙ্গে বিখ্যাত নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীকে। সবাই ঘিরে ধরেছে বিভাস চক্রবর্তীকে। ষাটোর্ধ্ব বিভাস চক্রবর্তী এখনও সবল এবং সতেজ। হেসে হেসে কথা বলছেন আমাদের নাট্যকর্মীদের সঙ্গে।

'বনপাংশুল' নাটক আঙ্গিকের দিক থেকে একে পাঁচালী নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলার সখীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী এক অখ্যাত, ক্ষয়িষ্ণু নৃ-গোষ্ঠী মান্দাইদের জীবন সংঘাত, সংঘর্ষ, কৃত্য, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি, জীবন ও পরিবেশ নিয়ে মহাকাব্যের অভিনয়ে এই পাঁচালী নাট্য রচিত হয়েছে।

রাত ৮.০০ : আমাদের মঞ্চের কোকিলা শিমুল ইউসুফ। তার অভিনয় সুদক্ষতা এবং সুরেলা কণ্ঠ দর্শকদের যেন শান্ত করে ফেলে। দর্শক যেন একটু নড়ে চড়ে না। মুগ্ধ হয় শিমুল ইউসুফের অভিনয় দেখে। শিমুল ইউসুফ দীর্ঘ চুল যখন সামনে এনে ঘুরাতে থাকে এবং পেত্নীর মতো কথা বলে তখন মনে হয় এ যেন সত্যি কোনো পেত্নীর দৃশ্য অবলোকন করছি। স্বাধীনতার পর মঞ্চে

বনপাংশুল নাটকের একটি দৃশ্যে ঢাকা থিয়েটারের সদস্যরা

আমরা দ্বিতীয় কোনো শিমুল ইউসুফকে দেখি না এটা 'বনপাংশুলে' আবারও প্রমাণিত হলো।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মুগ্ধ করে সবাইকে। আর শহীদুজ্জামান সেলিম সে এক অসাধারণ অভিনেতা। অত্যন্ত সাবলীল ভাবে

বন্দনায় মগ্ন শিমূল ইউসুফ

মঞ্চে তার পদচারণা। সত্যি বলতে ঢাকা থিয়েটারই জন্ম দিয়েছে আমাদের দেশের খ্যাতিমান সব মঞ্চ অভিনেতা অভিনেত্রীকে। এ জন্য নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর দান অপরিসীম।

বনপাংশুল নাটকে শমীকে দেখা যায় অন্যভাবে। ভীষণ স্নিগ্ধ আর ভালো অভিনয়ের গুণে দারুণ লাগছিল তাকে।

৮.৩০ : নাটকের প্রথমার্ধ শেষ হলো অর্থাৎ ব্রেক (বিরতি)। দর্শক বের হয়ে এলো মহিলা সমিতির সামনে। সবাই নাটক নিয়ে আলাপচারিতা করছে। চা'র দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। বনপাংশুল নাটকের নাট্যকর্মীরা গ্রিন রুমে ব্যস্ত পরবর্তী সেকেন্ডআপ নাটকের অংশ নিয়ে। এরই মধ্যে নাটকের নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুকে দেখা গেল গ্রিন রুমে। নাটকের কলাকুশলীদের বোঝাচ্ছেন, এরই মাঝে চা খাচ্ছেন সবাই। সময় শেষ। দর্শক ভিতরে ঢুকছে। শুরু হলো নাটক। দর্শক নিশ্চুপ নিথর। কখনো তারা শিমুল ইউসুফের অভিনয় দেখছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আবার কখনো পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনো শহীদুজ্জামান সেলিম অথবা শমী কায়সার কিংবা রোজী আরেফিন অথবা রুবেল-এর অভিনয় পরখ করছে। একই নাটকে এতো ভালো ভালো অভিনয় শিল্পী দর্শক যেন দিশেহারা। নাটকের সেট এক নজর দেখলেই মনে হয় আমরা যেন কোনো গভীর জঙ্গলে গাছের নিচে বসে আছি। কি চমৎকার সেট। সত্যি বলতে কি নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর নির্দেশনা মানেই উচ্চমার্গীয় কিছু।

৯.০০ : তখনও নাটক চলছে মহিলা সমিতিতে। মহিলা সমিতির সামনে সারি সারি গাড়ির বহর। চায়ের দোকানে ভিড়। কেউবা মুড়ি, চানাচুর খাচ্ছে। যারা টিকিট পায়নি তারাও মহিলা সমিতি ছেড়ে যায়নি। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। মহিলা সমিতির সামনে সাজানো

ঢাকা থিয়েটারের দুই প্রাণপুরুষ নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু (সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন) ও সেলিম আল দীন

হয়েছে চমৎকার ভাবে। এরই মধ্যে নাটক শেষ হলো। দর্শক বের হচ্ছে। কোনো কোনো দর্শক গ্রিন রুমে যাচ্ছে শুভেচ্ছা জানাতে ভালো প্রদর্শনীর জন্য। নাসির উদ্দীন ইউসুফকে দেখা গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে।

রাত ১০.০০ : 'শো' ভেঙেছে। দর্শকরা একে একে ফিরছেন যে যার ঘরে। অনেকেই রিকশা আর বেবী চালকের সঙ্গে দর কষাকষি নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে মহিলা সমিতির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাটকের কলাকুশলী ও শিল্পীদের মধ্যে চলছে কুশল বিনিময়। আহমেদ রুবেলকে দেখে গ্রুপের একজন বলল, 'রুবেল ভাই দারুণ হয়েছে।' রুবেল মাথা ঝুলিয়ে ওকে স্বাগত জানালেন। বারান্দার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। এতোক্ষণে তার মুখে জয়ের হাসি। তিনি ভারতীয় অতিথিদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গ্রুপের সবার সঙ্গে ব্যস্ত কুশল বিনিময়ে। এক এক করে দর্শক শূন্য হয়ে গেছে নাট্যপাড়া। বিদায় নিতে শুরু করেছেন গ্রুপের সবাই। বাড়ছে রাতের গভীরতা, ঝিমিয়ে পড়ছে নাটকপাড়া। শুধু দেয়ালে কোনো উৎসবের চিকা মারতে ব্যস্ত কতিপয় যুবক।

২১ মার্চ সকাল ৯.৩০ : আজ সেমিনারের প্রথম দিন। এই সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের বিষয় হলো, শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালির অন্বেষণ। আর দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় 'নাট্য'। সেমিনারের উদ্দেশ্যে আসছে এক এক করে অনেকেই। মামুনুর রশীদ, মান্নান হীরাসহ অনেকেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। এর মধ্যে এলেন ভারতীয় অতিথিদ্বয়।

১০.০০ : শুরু হলো সেমিনারের প্রথম অধিবেশন। সেমিনারে কথা হয় কলকাতার খ্যাতিমান নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে। শুধু নির্দেশক বললে ভুল হবে– তিনি একাধারে অভিনেতা, রচয়িতা এবং নির্দেশক। এ পর্যন্ত তিনি ৩০টিরও বেশি নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন। আলোচিত নাটকগুলোর মধ্যে বিসর্জন, জোসনা কুমারী, মাধব মালঞ্চ কইন্যা, পুতুল খেলা, গ্যালিলিওর জীবন, রাজরক্ত অন্যতম।

সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালির অন্বেষণ। অংশ গ্রহণ করেন দেশের গুণীজনেরা এবং সাধারণ নাট্য কর্মীরাও ছিল। মূল প্রবন্ধ ছিল দেবেশ রায় এবং হাসান আজিজুল হকের। হাসান আজিজুল হক বলেন, 'শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালির অন্বেষণ' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার চেয়ে যদি আলোচনা এবং প্রশ্ন করা যায় তাহলে মনে হয় আমরা সবাই এই সেমিনার থেকে এক ধরনের ধারণা নিয়ে যেতে পারি। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'নতুনরা আধুনিকতা নিয়ে কি ভাবছে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাট্যকর্মীদের করতালিতে ভরে ওঠে সেমিনার কক্ষ।'

১১.০০ : সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ শেষে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। এ পর্বে মোহাম্মদ রফিক আধুনিকতা প্রসঙ্গে ৬০-এর দশকে ফিরে যান। তিনি বলেন, 'আমাদের শিল্প সাহিত্যকে দীর্ঘায়িত করতে হবে।' আলোচক সেলিনা হোসেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেন, 'আমাদের মাতৃভাষা জানা ও তার চর্চা এবং যা কিছু আনুষঙ্গিক তাকেই আমি আধুনিকতা বলবো।' এমনিতে হলের মধ্যে প্রচণ্ড গরম। কিন্তু তারপরও দর্শকমণ্ডলী আগ্রহ নিয়ে সেমিনার উপভোগ করছিলেন।

১২.০০ : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'মনুষ্য জাতি প্রশ্ন করতে শিখেছে বিধায় সে আধুনিক হতে পেরেছে।' এক একজন এক একভাবে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। বেশ ভালো লাগছিল। এরপর মফিদুল হক আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনার সভাপতি ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান।

১২.৩০ : প্রথম অধিবেশনের সেমিনারের সাময়িক বিরতি। বিরতি ঠিক নয়। চা পানের অবসর বলা যায়। চা পানের অবসরেও চলল বেশ আড্ডা। এদিকে আড্ডা ও মজার মজার ছবি তুলতে ব্যস্ত অভিনেতা জহির উদ্দীন পিয়ার। রোদের প্রখরতায় বাইরে যানবাহন চলাচল কিছুটা কম। বারান্দায় বসে অনেকেই জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। এর মধ্যে ডাক পড়ল সেমিনার শুরুর।

দুপুর ২.৩০ : সেমিনার শেষে দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ। থিয়েটারের কর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথি কুপন প্রদর্শন করে নিচ্ছেন প্যাকেট। কেউ বসে বা কেউ দাঁড়িয়ে বেশ

কুশল বিনিময়- পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, তারিক আনামসহ অন্যরা

মজা করে খাচ্ছেন। নাসির উদ্দীন ইউসুফ ও সেলিম আল দীনকে দেখে নাট্যকার মাসুম রেজা বলে উঠলেন, 'বাচ্চু ভাই খেয়েছেন?' তিনি মৃদু হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। তার মেয়ে এশা ইউসুফ তদারকি করছেন। হালকা শ্যাওলা রংয়ের পাঞ্জাবি পরা সেলিম আল দীন গুণীজনদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। সেলিনা হোসেন মহিলা সমিতির ভিতরে বসে আহার সম্পাদন করলেন। এমনি করে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। শুরু হলো সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশন। নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু সবাইকে ভেতরে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। সবাই এসে আসন গ্রহণ করলেন। শুরু হলো আলোচনা পর্ব।

৩.০০ : সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল নাট্য। মূল প্রবন্ধ বিভাস চক্রবর্তী এবং সেলিম আল দীন। বিভাস চক্রবর্তী সম্প্রতি চোখে অপারেশনের কারণে প্রবন্ধ লিখে আনতে পারেননি। কিন্তু না লিখলেও তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আধুনিকতা বলতে কি বুঝি সেটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সমসাময়িককে ধরাই আধুনিকতা।' অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তিনি নাট্য বিষয়ে আধুনিকতা তুলে ধরেছেন। বিভাস চক্রবর্তীর পর সেলিম আল দীন প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেলিম আল দীন বরাবরের মতো এবারও তার তীক্ষ্ণ এবং যুক্তি সঙ্গত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

আতাউর রহমান বলেন, 'সেলিম আল দীন এবং বিভাস চক্রবর্তীর আলোচনা আমাকে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে।' হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল শহীদুজ্জামান সেলিম গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে গুণীজনদের ছবি তুলছেন।

আতাউর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, 'পুরাতনকে আহরণ করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যা কিছু সৃষ্টি করা হবে তা-ই আধুনিকতা অর্থাৎ শেকড় থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না। মূলত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেঁচে থাকাই আধুনিকতা।' এরই মাঝে দেখা গেল তৌকীর আহমেদ পেছনের সারিতে বসে নোট করছেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

রামেন্দু মজুমদার বললেন 'আমার দেশ, সমাজ, সংস্কারকে আধুনিকভাবে তুলে ধরতে হবে।' বিশিষ্ট্য নাট্য ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ আধুনিকতার সংজ্ঞা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করেন।

নান্দীপটের বিমল চক্রবর্তী বলেন, 'আজকের মতো করে যা গ্রহণ করবো সেটাই আধুনিকতা।' আফসার আহমেদ বলেন, 'আধুনিকতার সংজ্ঞা দিনে দিনে পাল্টায়।'

এর পর শুরু হয় মুক্ত আলোচনা। এ পর্ব বেশ জমে উঠেছিল। নাট্যকর্মীরা নানান প্রশ্ন করছিলেন সেলিম আল দীন, আতাউর রহমানকে। তারা সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিলেন। মাসুম রেজা প্রশ্ন করলেন এরই মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাটক-ফাটক বলায় তাকে ক্ষমা চাইতে হলো– বেশ মজা লাগছিল এ পর্ব। সত্যি বলতে কি এ নাট্যোৎসবের প্রাণই মনে হচ্ছিল সেমিনার। সেমিনার থেকে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলেন নাট্যকর্মীরা। শমী কায়সারকে সেমিনারে দেখা গেল। বেশ শুকিয়ে গেছেন। সম্ভবত উৎসবের খাটুনিতে। কিছুক্ষণ তিনি মনোযোগ দিয়ে সেমিনারের কথা শুনলেন তার পর বের হয়ে গেলেন। এদিকে সভা প্রায় শেষ। কারণ নাটকের সময় এগিয়ে এসেছে, কাজেই হল ছেড়ে দিতে হবে। কলকাতার দল তার ওপর বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনা কাজেই ভিড় ছিল অসম্ভব। সেমিনার শেষ হলো। দর্শক বাইরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে।

৬.০০ : প্রচণ্ড ভিড়। কাউন্টারে টিকিট নেই। লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে নাট্যকর্মীরা। শুধু নাট্যকর্মীরাই নন, বাইরের দর্শকও প্রচুর ছিলেন। বিভাস চক্রবর্তীকে দোতলায় দেখা গেল লাইটের কাছে। হলের ভিতরে নাটকের সেট ফেলা হচ্ছে। লাইট ঠিক করা হচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যস্ত নান্দীপটের কর্মীরা। মহিলা সমিতির চায়ের দোকান আজ জমে উঠেছে। বাইরে ঝাল মুড়ি বিক্রি হচ্ছে হরদম। বেশ সুন্দর লাগছিল এই পরিবেশ। এরই মধ্যে দর্শক ঢুকতে শুরু করেছে হলের ভিতরে। প্রচণ্ড ভিড়। হলের মধ্যে দর্শকদের ভিড়ের কারণে গরমের প্রচন্ডতাও বেশি। তারপরও দর্শক ঢুকছে নাটক দেখতে। ঠিক সাতটায় নাটক শুরু হলো।

মেকআপে ব্যস্ত রোজি সিদ্দিকীসহ অন্যরা

বিভাস চক্রবর্তী ও মামুনুর রশীদ আলাপ করছেন

৭.০০ : হলে কোনো জায়গা নেই। দোতলা ভরে গেছে। নাটকের শুরুতে তিনটি চরিত্রের প্রবেশ ঘটল। 'মৃত্যু না হত্যা' নাটকটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। ষাট এবং সত্তরের দশকে সারা পৃথিবীতে উন্নত অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলোতে নয়া বামের উত্থান ঘটেছিল– মূলত এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই নাটক। ভেতরে তিল ধারণের জায়গা নেই অথচ পিনপতনহীন শব্দে উপভোগ করছেন দর্শক। বাইরে এসে চোখে পড়ল টিকিট না পেয়ে নাটক দেখার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা অনেক দর্শকদের। অবশেষে নাটক দেখতে না পেরে হারমানা মন নিয়ে বাড়ি ফেরা।